Naya Jamana new....manas....._Layout 1 22-08-2026 21:11 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৪ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। শনিবার ২২ আগষ্ট ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৬০ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

যাদবপুর নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী

মীরা ভট্টাচার্যকে দেখতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী

বিপদসীমায় বারাণসী,বন্ধ হল নৌকা চলাচল

নতুন মরশুমে ১৩টি দল নিয়ে হবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ

বক্স অফিসে রেকর্ড গড়ল 'মাইকেল'

পাহাড় সমস্যার সমাধানে শাহের 'বিশেষ কমিটি'

মানস দাস ।। নয়া জামানা

দার্জিলিং পাহাড়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বিশেষ কমিটি গঠন করল কেন্দ্রীয় সরকার।শনিবার সুকনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে পাহাড়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।কমিটির নেতৃত্বে থাকছেন বিএসএফের প্রাক্তন ডিজি তথা প্রাক্তন আইপিএস পঙ্কজ কুমার সিং।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী,গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং, নেতা রোশন গিরি এবং দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা।বৈঠক শেষে কমিটি গঠনের বিষয়টি জানান রোশন গিরি।জানা গিয়েছে,পঙ্কজ কুমার সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কমিটিতে রাজ্য ও গোর্খাদের একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন।পাহাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা একটি রিপোর্ট তৈরি করবেন।সেই রিপোর্ট জমা পড়বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে। রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী

পদক্ষেপ নেওয়া হবে।তবে কত দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা পড়বে তা এখনও স্পষ্ট নয়। পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে ঘিরে অতীতে একাধিকবার উত্তপ্ত হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়। এবারের বিধানসভা ভোটেও পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি বিজেপির প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল।ফলে শাহের সঙ্গে পাহাড়ের নেতাদের এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।বৈঠকে অমিত শাহ জানিয়েছেন,সাংবিধানিক পথেই পাহাড়ের সমস্যার সমাধান করা হবে।পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের উন্নয়ন নিয়েও নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠকের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। জিটিএ-র উন্নয়নেও আরও পদক্ষেপ নেওয়ার কথা হয়েছে।

গোর্খা নেতারাও সাংবিধানিক পথেই পাহাড়ের সমস্যার সমাধানের বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন।ফলে দীর্ঘদিনের অশান্ত পাহাড়ে এবার রাজনৈতিক সমাধানের নতুন দরজা খুলল কি না এখন সেদিকেই নজর গোটা বাংলার।

২৪৭ কলেজে সভাপতি শাসকদলের নেতা!

'স্বচ্ছতা'র বার্তায় উঠল প্রশ্ন

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ক্ষমতায় এসে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নতুন সরকার। কিন্তু উচ্চশিক্ষা দফতরের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি ঘিরে সেই প্রতিশ্রুতিই এখন প্রশ্নের মুখে। রাজ্যের ২৪৭টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের পরিচালন সমিতির নতুন সভাপতি হিসেবে শাসকদলের একাধিক সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী ও হেভিওয়েট নেতার নাম প্রকাশ্যে এসেছে।গত মে মাসে সরকার পরিবর্তনের পর সমস্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের পরিচালন সমিতি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।প্রশাসনিক মহলে তখনই নতুন ব্যবস্থার ইঙ্গিত মিলেছিল।কিন্তু নতুন তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, অরাজনৈতিক শিক্ষাবিদ বা বিশিষ্ট শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যক্তিত্বদের পরিবর্তে রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপরই বেশি আস্থা রাখা হয়েছে।কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর কলেজের দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছে।শান্তনু ঠাকুর, সৌমিত্র খাঁ, সৌমেন্দু অধিকারী, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজু বিস্তা,খগেন মুর্মু, জগন্নাথ সরকার ও মনোজ টিগ্গার মতো সাংসদদেরও একাধিক কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি করা হয়েছে।একইভাবে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস,মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, তাপস রায়,জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়,অগ্নিমিত্রা পাল, শংকর ঘোষ,অম্লান ভাদুড়ী -সহ একাধিক বিধায়ক ও মন্ত্রী পেয়েছেন কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব।ফলে প্রশ্ন উঠছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাজনীতিমুক্ত করার বদলে কি কলেজের প্রশাসনেই রাজনৈতিক প্রভাব আরও বাড়ল ?তৃণমূল আমলের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ক্ষত সারিয়ে স্বচ্ছতার বার্তা দেওয়া নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই শিক্ষা ও রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

জেন-জি-কে টানতে পদ্মের নতুন চাল

নয়া জামানা ঃ তরুণ প্রজন্মের মন জয়ে এবার বিশেষ নজর বিজেপির।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশের পর 'জেন-জি'-র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে বিশেষ দল গঠন করল বিজেপি।দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক স্মৃতি ইরানি ও বিনোদ তাওড়ে,গুজরাটের মন্ত্রী হর্ষ সাংভি এবং ছত্তিশগড়ের মন্ত্রী ওপি চৌধুরী-সহ একাধিক নেতাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।বিজেপি সূত্রের খবর, তরুণদের আকাঙ্ক্ষা,উদ্বেগ ও প্রত্যাশা সরাসরি জানতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।শুধু প্রচার নয়,তরুণদের সঙ্গে নিয়মিত কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁদের মতামত জানার পাশাপাশি বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সুযোগও তৈরি করা হবে। তরুণ ভোটারদের কাছে দলের গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়ানোই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।অন্যদিকে,সাংগঠনিক রদবদলের পর নতুন পদাধিকারীদের নিয়ে প্রথম

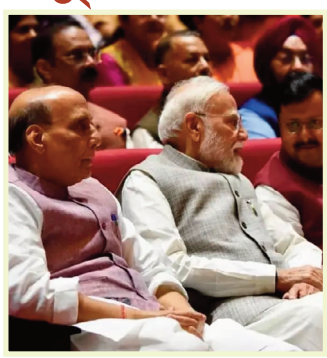

বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন।বৈঠকে বিএল সন্তোষ, বিনোদ তাওড়ে,বিভিন্ন রাজ্যের সভাপতি ও সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা উপস্থিত ছিলেন।দলের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।বৈঠকের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'-এর ছয়টি স্তবক পাঠ করা হয়। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের হাত ধরেই এবার জেন-জি-র দরজায় কড়া নাড়তে চলেছে পদ্ম শিবির।

যাদবপুরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করবই, সরকার একচুলও সরবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য রাজনীতি ফের সরগরম। এই আবহে শনিবার ভবানীপুরে অন্নপূর্ণার এক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, বিরোধীদের ভূমিকা ও সংবাদমাধ্যমের একাংশের অবস্থান নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যাদবপুরের ভেতরে-বাইরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাই তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য।মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ক্যাম্পাসে বন্দে মাতরম্ গাওয়া ও জাতীয় পতাকা তোলায় বাধা দেওয়া হয়, এমনকি সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতেও বাধা দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে একশ্রেণির টুকড়ে-টুকড়ে গ্যাং ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি সক্রিয় বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, যারা ২৬ জানুয়ারি বা ১৫ অগস্ট পালন করে না, তাদের পক্ষে সংবাদমাধ্যমের একাংশ সহানুভূতি দেখালেও সরকার নিজের অবস্থান থেকে সরবে না। তাঁর কথায়, এই সরকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে

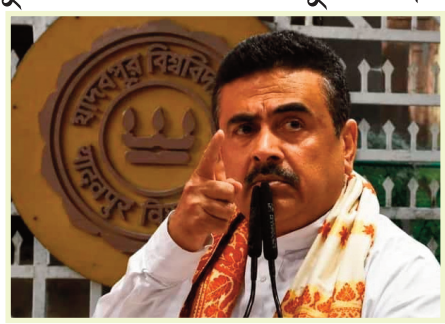

এসেছে। রাষ্ট্রবাদ, সনাতন সংস্কৃতি, বন্দে মাতরম্, তেরঙ্গা, রবীন্দ্রনাথ-নেতাজি-বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বরের আস্থার সঙ্গে কোনও সমঝোতা হবে না।বিরোধীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল বানিয়ে বা রাস্তায় জনা কুড়ি লোক নামিয়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টায় লাভ নেই। তৃণমূলকে খণ্ড-বিখণ্ড দল আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, দলের নেতৃত্ব দিশাহীন হয়ে ঘুরছে। সিপিএমকেও তোপ দেগে তিনি বলেন, জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া দল যতই মরা কান্না কাঁদুক, রাজনৈতিক জল বেশি দূর গড়াবে না।

বসল পেসমেকার, স্থিতিশীল বিমান

নয়া জামানা ঃ দিল্লির এইমসে চিকিৎসাধীন প্রবীণ সিপিএম নেতা বিমান বসুর বুকে পেসমেকার বসানো হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর তাঁর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।তিনি জানান, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন প্রবীণ নেতা।চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।সিপিএমের মুখপত্র 'গণশক্তি'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী,চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বিমান বসু।আগামী এক-দু'দিনের মধ্যেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।তবে আপাতত তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অস্ত্রোপচারের পর তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির দিকে নিয়মিত নজর রাখছেন চিকিৎসকেরা।তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন দলের নেতা-কর্মী ও অনুগামীরা।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 22-08-2026 21:11 Page 2

মেঘের দেশে

মালবিকা দাস

বর্ষা মানেই কারও কাছে একটানা বৃষ্টি,ভিজে রাস্তা আর ঘরবন্দি দিন। কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে বর্ষা মানেই প্রকৃতির নতুন করে জেগে ওঠা। পাহাড় তখন আরও সবুজ হয়, ঝরনারা ফিরে পায় প্রাণ, মেঘ নেমে আসে পাহাড়ের কোলে, আর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে এক অদ্ভুত মায়া। সেই মায়াকে যদি সত্যিই কাছ থেকে অনুভব করতে চান, তাহলে বর্ষাকালে মেঘালয়ের চেয়ে সুন্দর গন্তব্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।চেরাপুঞ্জি, শিলং আর মৌসিনরাম এই তিন জায়গাকে ঘিরে বর্ষার মেঘালয় যেন প্রকৃতির নিজের হাতে আঁকা এক বিশাল ছবি।

শিলংয়ে পৌঁছনোর পরই বোঝা যায় এই শহর অন্যরকম। পাহাড়ের ঢালে গড়ে ওঠা শহর, চারপাশে পাইনগাছ আর মাঝে মাঝে মেঘের ভেসে চলা সব মিলিয়ে প্রথম দেখাতেই মন ভালো হয়ে যায়।তবে বর্ষায় শিলংয়ের সৌন্দর্য যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়।কখনও আকাশ পরিষ্কার,পরক্ষণেই পাহাড়ের মাথায় মেঘ জমে যাচ্ছে।দূরের পাহাড় হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কুয়াশার চাদরে।আবার কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টির পর্দা সরিয়ে প্রকৃতি যেন নিজের মুখ দেখাচ্ছে।শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির পথে যাত্রা শুরু করলেই বর্ষার আসল রূপ চোখের সামনে খুলে যায়। রাস্তার দু'পাশে পাহাড়, গভীর সবুজ উপত্যকা আর পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে পড়া অসংখ্য ছোট-বড় জলধারা। কোথাও রাস্তার পাশ দিয়ে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও আবার মনে হচ্ছে গাড়িটি মেঘের ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলেছে। জানলার কাচে বৃষ্টির ফোঁটা জমে থাকে আর সেই ফোঁটার ওপারে দেখা যায় সবুজ পাহাড়ের অস্পষ্ট অবয়ব।চেরাপুঞ্জির নাম শুনলেই মনে পড়ে বৃষ্টি।বর্ষাকালে এই জনপদ যেন বৃষ্টির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।কখনও টিপটিপ, কখনও মুষলধারে বৃষ্টি। তার মধ্যেই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে জল। যে জলধারা অন্য সময়ে ছোট্ট ঝরনা, বর্ষায় সেটিই হয়ে ওঠে দুরন্ত জলপ্রপাত। প্রকৃতির এই পরিবর্তন চোখের সামনে দেখা নিজেই এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।চেরাপুঞ্জির নোহকালিকাই জলপ্রপাত বর্ষায় বিশেষভাবে মন কাড়ে। উঁচু পাহাড়ের বুক থেকে সাদা ফেনার মতো জল নেমে এসে গভীর সবুজ উপত্যকার দিকে ছুটে যায়। চারপাশে মেঘ, কুয়াশা আর বৃষ্টির আবহে জলপ্রপাতটিকে কখনও মনে হয় যেন স্বপ্নের কোনও দৃশ্য। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলেও চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।চেরাপুঞ্জির পথে আরও অনেক জায়গায় প্রকৃতির ছোট ছোট বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে। কোথাও পাহাড়ের গায়ে সরু জলধারা, কোথাও গভীর খাদ, কোথাও আবার মেঘে ঢাকা অচেনা পাহাড়। বর্ষার দিনে গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেই বোঝা যায়। প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য সবসময় কোনও বিশেষ দর্শনীয় স্থান প্রয়োজন হয় না। কখনও শুধু বৃষ্টির শব্দ আর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকাই যথেষ্ট।

তবে মেঘালয়ের সবচেয়ে বিস্ময়কর আকর্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম জীবন্ত শিকড়ের সেতু। বহু বছর ধরে গাছের শিকড়কে মানুষের হাতে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে তৈরি হয়েছে এই সেতু। প্রকৃতি এখানে শুধু সৌন্দর্য দেয়নি, মানুষের সঙ্গে মিলে তৈরি করেছে এক অসাধারণ স্থাপত্য।বর্ষায় এই শিকড়ের সেতুর চারপাশ আরও সতেজ হয়ে ওঠে। সবুজ পাতার আড়াল,ভেজা পাথর, ছুটে চলা জল আর বৃষ্টির শব্দ সব মিলিয়ে মনে হয় কোনও রূপকথার জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি।জীবন্ত শিকড়ের সেতুর কাছে পৌঁছনোর পথও কম সুন্দর নয়।অনেক সময় পাথুরে পথ ধরে হাঁটতে হয়,কোথাও সিঁড়ি ভাঙতে হয় আবার কোথাও ছোট্ট ঝরনা পেরোতে হয়। শরীর ক্লান্ত হয়ে গেলেও চারপাশের প্রকৃতি সেই ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়।বর্ষায় পথ কিছুটা পিচ্ছিল থাকে তাই সাবধানে হাঁটতে হয়।কিন্তু সেই কষ্টের শেষে যখন শিকড়ের তৈরি সেতুটি চোখের সামনে আসে তখন মনে হয় পথটুকু পেরোনো সার্থক।

চেরাপুঞ্জি থেকে মৌসিনরামের পথে গেলে বর্ষার আরেক রূপ দেখা যায়।মৌসিনরামকে বিশ্বের অন্যতম বৃষ্টিবহুল অঞ্চল হিসেবে জানেন অনেকেই।এখানে বৃষ্টি যেন আবহাওয়ার অংশ নয় জীবনেরই অংশ।মেঘ এসে পাহাড়কে ঢেকে দেয় আবার হঠাৎ বৃষ্টির পর্দা নেমে আসে। দূরের পাহাড় কখনও দেখা যায়, কখনও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রকৃতির এই লুকোচুরি পর্যটকের চোখে এক অন্যরকম আনন্দ তৈরি করে।মাওসিনরামে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখা একেবারে আলাদা অভিজ্ঞতা।শহরের বৃষ্টির মতো এখানে বৃষ্টি শুধু রাস্তাকে ভিজিয়ে দেয় না,পাহাড়, গাছপালা, উপত্যকা সবকিছুকে নতুন রূপ দেয়। পাহাড়ের গা বেয়ে জল নেমে আসে,ছোট ছোট জলধারা একত্রিত হয়ে বড় স্রোত তৈরি করে।চারপাশের সবুজ তখন এতটাই গাঢ় হয়ে ওঠে যে মনে হয় প্রকৃতি নিজের সমস্ত রং এক জায়গায় ঢেলে দিয়েছে।এই ভ্রমণে সবচেয়ে বেশি মনে থাকবে হয়তো মেঘ।কখনও মেঘ পাহাড়ের অনেক নিচে, কখনও চোখের সামনে। কখনও মনে হবে হাত বাড়ালেই মেঘ ছুঁয়ে ফেলা যাবে। পাহাড়ের রাস্তায় গাড়ি চলার সময় হঠাৎ মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়ার অনুভূতিও অসাধারণ। কয়েক মুহূর্তের জন্য চারপাশ সাদা হয়ে যায়। সামনে শুধু রাস্তার সামান্য অংশ দেখা যায়।

তারপর মেঘ কেটে গেলে আবার সামনে খুলে যায় সবুজ পাহাড়ের বিশাল দৃশ্য।বর্ষার মেঘালয়ে প্রকৃতির পাশাপাশি স্থানীয় জীবনও দেখতে ভালো লাগে।পাহাড়ি জনপদের ছোট ছোট দোকান, রাস্তার ধারে গরম চা, স্থানীয় খাবারের গন্ধ আর বৃষ্টির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও পূর্ণ করে।এক কাপ গরম চা হাতে নিয়ে বৃষ্টিভেজা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে এমন এক শান্তি আছে যা ব্যস্ত শহরের জীবনে সহজে পাওয়া যায় না।তবে বর্ষায় মেঘালয় ভ্রমণে আনন্দের পাশাপাশি সতর্কতাও জরুরি।অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ি রাস্তায় ভূমিধস হতে পারে, কোথাও রাস্তা সাময়িক বন্ধও হয়ে যেতে পারে।তাই বেরোনোর আগে আবহাওয়ার পরিস্থিতি জেনে নেওয়া ভালো। জলপ্রপাত বা পাহাড়ি ঝরনার কাছে ছবি তুলতে গিয়ে ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। ভালো জুতো, ছাতা বা রেইনকোট এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখাও জরুরি।মেঘালয় আসলে এমন এক জায়গা যেখানে বর্ষা কোনও বাধা নয় বরং সৌন্দর্যের প্রধান উপাদান।

শিলংয়ের মেঘ, চেরাপুঞ্জির ঝরনা, মৌসিনরামের বৃষ্টি আর জীবন্ত শিকড়ের সেতু সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক অনন্য ভ্রমণকাহিনি।এখানে গেলে হয়তো পরিকল্পনা অনুযায়ী সব জায়গা দেখা সম্ভব হবে না কখনও বৃষ্টির জন্য রাস্তা আটকে যেতে পারে, কখনও মেঘ ঢেকে দেবে পাহাড়ের দৃশ্য। কিন্তু সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মেঘালয়ের আসল সৌন্দর্য।ফিরে আসার সময় হয়তো ব্যাগে থাকবে কিছু ছবি,কিছু স্মৃতি আর ভেজা পাহাড়ের গন্ধ।কিন্তু মনের মধ্যে থেকে যাবে আরও অনেক কিছু বৃষ্টির শব্দ, মেঘে হারিয়ে যাওয়া পাহাড়, ঝরনার অবিরাম ছুটে চলা আর সবুজের সেই গভীরতা।মনে হবে,মেঘালয় আসলে শুধু একটি ভ্রমণস্থানের নাম নয় এটি বর্ষাকে নতুন করে চিনে নেওয়ার এক অনুভূতি

।তাই বর্ষার আসল সৌন্দর্য যদি একবার নিজের চোখে দেখতে চান তবে মেঘের দেশে হারিয়ে যাওয়ার জন্য মেঘালয় হতে পারে আপনার পরবর্তী গন্তব্য।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 22-08-2026 21:11 Page 3

যাদবপুরের ভাঙ্গা এমব্লেম মেরামত, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নয়ঃ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

নয়া জামানাঃ এসএফআই ও এবিভিপি, দুই ছাত্র সংগঠনের দফায় দফায় সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। ওই সংঘর্ষের জেরে নন্দলাল বসুর নকশা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক স্মারক প্রতীকও খুলে পড়ে যায় গেট থেকে। ঘটনার জেরে এবার বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনে বহিরাগতদের হামলার অভিযোগ ওঠে। বাম ছাত্র সংগঠন ও আরএসএস-এর ছাত্র শাখা এবিভিপির মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।বৃহস্পতিবারও ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়ায় এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটে থাকা ঐতিহাসিক এমব্লেমটি ভেঙে পড়ে। বাম সংগঠনগুলির দাবি, এবিভিপির সমর্থকরাই নন্দলাল বসুর তৈরি ওই প্রতীক ভেঙেছে। পাল্টা এবিভিপির দাবি, বামেরাই এই কাজ করেছে।শুক্রবার সেই এমব্লেম মেরামত করে ফের চার নম্বর গেটে বসানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।এই ঘটনার নিন্দা করে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, স্বাধীনতার সময় থেকে চলে আসা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিশেষ খ্যাতি ও এমব্লেম ছিল, তা ভেঙে ফেলা হলে আমরা সমর্থন করি না।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বহিরাগত প্রবেশের ঘটনাকেও তিনি সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, যে দলেরই হোক, এমনকী আমার দলের লোক হলেও আমরা সমর্থন করব না। দয়া করে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি আনবেন না।বাম আমলে শিক্ষাঙ্গনে 'অনিলায়ন' এবং পরে তৃণমূল আমলে রাজনীতির প্রভাবের অভিযোগ ছিল বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, একসময় অনিলায়ন, পার্থায়ন বা মমতায়নের কথা বলা হত। আমাদের সময় তা কেউ বলতে পারবেন না। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যাঁদের বোর্ডে রেখেছেন, তাঁরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। আমরা সব কিছুতে রাজনীতি চাই না।

ডিম-কাণ্ডে গ্রেফতারি পরোয়ানা, খারিজের দাবিতে হাইকোর্টে মহুয়া

নয়া জামানা, কলকাতাঃ কৃষ্ণনগর আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় ২৮ অগস্টের মধ্যে পরোয়ানা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে আবেদন করেছেন সাংসদ। সোমবার মামলাটির জরুরি শুনানি হতে পারে।ঘটনার সূত্রপাত মহুয়ার একটি বিতর্কিত মন্তব্যকে ঘিরে। তাঁর সাংসদ কার্যালয়ের সামনে অপেক্ষারত ভিড়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, এভাবে ডিম ছোড়ার থেকে বোরখা পরে ডিম ছুড়ুন। তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ হবে না।এই মন্তব্যের পর তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়।কৃষ্ণনগর আদালতের বিচারক জানান, এর আগে একাধিক বার মহুয়া মৈত্রকে সমন পাঠানো হলেও তিনি আদালতে হাজির হননি বা জবাব দেননি। সেই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তবে সাংসদের দাবি, সংসদের অধিবেশনে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি আদালতে হাজির হতে পারেননি।মহুয়ার আরও দাবি, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-র ২২৮ ধারায় ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি আবেদন করেছিলেন। আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতিও চাওয়া হয়েছিল।

কিন্তু সেই আবেদনের নিষ্পত্তি না করেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।বিষয়টি বিচারপতি দেবাংশু বসাকের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে উত্থাপন করে জরুরি শুনানির অনুমতি চান মহুয়ার আইনজীবী অর্ক কুমার নাগ। আদালত সেই অনুমতি দিয়েছে এবং সোমবার মামলাটি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে হাইকোর্ট কী নির্দেশ দেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

অসুস্থ মীরা ভট্টাচার্য উডল্যান্ডসে ভর্তি গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড

নয়া জামানা ঃ অসুস্থ হয়ে উডল্যান্ডস মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হলেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য। তাঁর চিকিৎসার জন্য গঠন করা হয়েছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি মেডিক্যাল বোর্ড। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে তাঁর কয়েকটি মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে এবং বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে।জানা গিয়েছে, গত দু'সপ্তাহ ধরে পেটে ব্যথায় ভুগছিলেন ৭৬ বছর বয়সি মীরাদেবী। শুক্রবার সেই যন্ত্রণা অসহ্য আকার নেয়, এরপরই রাতে তাঁকে উডল্যান্ডস মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। শনিবার হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, তাঁর চিকিৎসার জন্য গঠিত বোর্ডে রয়েছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সরোজ মণ্ডল, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডাঃ শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এবং এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডাঃ সেমন্তী চক্রবর্তী।বছর দুই আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর বালিগঞ্জের

পাম অ্যাভিনিউর বাড়িতে একাই থাকতেন মীরাদেবী। দম্পতির একমাত্র সন্তান সুচেতন দীর্ঘদিন ধরে অন্যত্র থাকেন। পারিবারিক সূত্রে খবর, সম্প্রতি প্রবল কাশি, শ্বাসকষ্ট ও পেটব্যথায় ভুগছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং শুক্রবারও তেমন উন্নতি না হওয়ায় তাঁর ঘনিষ্ঠরা উডল্যান্ডস হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে ভর্তি করান।উল্লেখ্য, মীরাদেবীর হৃদযন্ত্রে পেসমেকার বসানো রয়েছে। তিন বছর আগে তার ব্যাটারি বদলের জন্য একবার হাসপাতালে যেতে হয়েছিল তাঁকে, তারপর থেকে বড় কোনও শারীরিক সমস্যা হয়নি। রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারকে বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে, যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসাও করেছিলেন মীরাদেবী।

কলকাতায় বিশ্ব এনার্জি সম্মেলন, পরিদর্শনে পূর্ত দফতর

নয়া জামানা , কলকাতাঃ বিশ্ব যোগ দিবসের সাফল্যের পর কলকাতা এবার সাক্ষী থাকতে চলেছে আরও একটি আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠানের। ২০২৭ সালের ২৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি শহরে আয়োজিত হবে মিশন ইন্ডিয়া এনার্জি ইউক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের জন্য কলকাতাকে বেছে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এর আগে বেঙ্গালুরু, গোয়া ও দিল্লিতে এই একই ধরনের সম্মেলন হয়েছিল, এবার সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছে বাংলার রাজধানী।সূত্রের খবর, সৌদি আরব-সহ প্রায় ৯০টি দেশের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। উপস্থিত থাকতে পারেন ৭০০-রও বেশি তেল সংস্থার প্রতিনিধি। মূলত তেল, গ্যাস এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও ব্যবসার প্রসার নিয়ে আলোচনা হবে এই মঞ্চে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী সংস্থার জন্য থাকবে পৃথক পৃথক জোনের ব্যবস্থা।অনুষ্ঠান শুরু হতে এখনও কয়েক মাস বাকি থাকলেও, প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে আগস্ট মাস থেকেই।

ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক হোটেল বুক করা শুরু হয়েছে বিদেশি অতিথিদের থাকার ব্যবস্থার জন্য। বদলে ফেলা হচ্ছে শহরের রাস্তাঘাটের চেহারাও। বিমানবন্দর থেকে অনুষ্ঠানস্থল এবং বিভিন্ন হোটেল পর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট রাস্তাগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনা করছেন পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা।এই লক্ষ্যেই শনিবার রাস্তায় নেমে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা। এলাকাভিত্তিক সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু করতে চাইছে প্রশাসন, যাতে আন্তর্জাতিক অতিথিদের সামনে শহরের সার্বিক পরিকাঠামো নিয়ে কোনও প্রশ্ন না ওঠে।

কাকলির নেতৃত্বে বহুজন এনসিপিআই বৈদ্যনাথের পোস্টে জল্পনা

নয়া জামানা, কলকাতাঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে বিদ্রোহ এবং পরবর্তীতে গঠিত এনসিপিআইকে ঘিরে ফের জল্পনা তুঙ্গে। বিধানসভা নির্বাচনের পর সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে তৃণমূলের

২০ জন লোকসভা সদস্য মূল দল ছেড়ে এনসিপিআইতে যোগ দেন বলে দাবি করা হয়।তবে লোকসভায় নতুন দল হিসেবে এনসিপিআই এখনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না পাওয়ায় স্পিকারের নথিতে ওই সাংসদদের নামের পাশে তৃণমূল কংগ্রেসের নামই রয়েছে।এই পরিস্থিতির মধ্যেই কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলে বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদারের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। সেখানে 'বহুজন এনসিপিআই' নামে একটি প্ল্যাটফর্মে দলিত, মুসলিম, জনজাতি, উপজাতি, ওবিসি, মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষকে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দলীয় পদে ওই সম্প্রদায়গুলির জন্য ২৫ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।তবে নতুন দল গঠনের জল্পনা খারিজ করে বৈদ্যনাথের দাবি, 'বহুজন এনসিপিআই' আলাদা কোনও রাজনৈতিক দল নয়। এটি এনসিপিআইয়ের সামাজিক শাখা হিসেবে কাজ করবে। মূল লক্ষ্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তরুণদের বিনামূল্যে কম্পিউটার শিক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 22-08-2026 21:11 Page 4

সম্পাদকীয়

২২ আগষ্ট ২০২৬ ।। শনিবার

প্রতিরক্ষায় নতুন জোট

ভারত ও ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।তবে বদলে যাওয়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সেই সম্পর্ক এখন কেবল সামরিক সহযোগিতার গণ্ডিতে আটকে নেই। প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, যৌথ গবেষণা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত অংশীদারিত্ব সব মিলিয়ে দিল্লি ও লন্ডনের সম্পর্ক নতুন এক মাত্রা পাচ্ছে।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২৫তম ভারত-ব্রিটেন ডিফেন্স কনসালটেটিভ গ্রুপের বৈঠক সেই পরিবর্তনেরই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে। বৈঠকে প্রতিরক্ষা শিল্পে যৌথ গবেষণা ও উন্নয়ন, সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যৌথ মহড়া ও প্রশিক্ষণ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে দুই দেশ ঐকমত্যে পৌঁছেছে।ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং এবং ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি জেরেমি পকলিংটন বৈঠকে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় উঠে আসে ভারত-ব্রিটেন 'ভিশন ২০৩৫' এবং আগামী ১০ বছরের প্রতিরক্ষা শিল্প রোডম্যাপ। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।কারণ বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের চরিত্র দ্রুত বদলাচ্ছে। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু সেনা, অস্ত্র কিংবা গোলাবারুদ নয় ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার প্রযুক্তি, স্যাটেলাইট এবং উন্নত নজরদারি ব্যবস্থাই হয়ে উঠছে কৌশলগত শক্তির অন্যতম মাপকাঠি। ফলে প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ভারতের আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যকেও শক্তিশালী করতে পারে।যৌথ মহড়া ও প্রশিক্ষণও দুই দেশের সামরিক সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। একই সঙ্গে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ইন্দো-প্যাসিফিক ওশানস ইনিশিয়েটিভের অধীনে রিজিওনাল মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টার অব এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ভবিষ্যতের সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হতে পারে।বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ ইন্দো-প্যাসিফিক। এই অঞ্চলে শান্তি, অবাধ নৌ-চলাচল এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা শুধু আঞ্চলিক স্বার্থ নয়, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিরও প্রয়োজন।সেই জায়গায় ভারত ও ব্রিটেনের সমন্বয় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।বৈঠকে আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে। পারস্পরিক নিরাপত্তা, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা ও পারস্পরিক সম্মানের মতো অভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বার্তা দিয়েছে দুই দেশ।ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি হওয়ার পর জেরেমি পকলিংটনের এটাই প্রথম ভারত সফর। জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে শ্রদ্ধা নিবেদন থেকে শুরু করে গান্ধী স্মৃতি, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ পরিদর্শন এবং ভারতের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের সঙ্গে বৈঠক সফরের প্রতিটি পর্বেই ছিল সম্পর্কের গভীরতার বার্তা।

সত্যাগ্রহ ও অছিব্যবস্থা গান্ধীর দর্শনের আজকের প্রাসঙ্গিকতা

কৌশিক সেন
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

শেষ পর্ব

এই অছিব্যবস্থা ছিল একটি নীতিগত ও আদর্শগত ব্যবস্থা যার মূল মন্ত্র ছিল; অহিংসা । এবং সত্যাগ্রহ । যাইহোক, মহাত্মা গান্ধীর অছিব্যবস্থার প্রধান উৎস হল ঈষোপনিষদ। সেখান থেকে তিনি ধারনাটি বুঝতে সাহায্য করেছিলেন এবং তিনি ধারণাটি সমগ্র জনসমাজকে তাদের মধ্যে প্রতিফলন করার চেষ্টাও করেছিলেন এমনকি তিনি এই আদর্শটির দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রানিত হয়েছিলেন এই ঈষোপনিষদ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে ; ঈশোবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগত। তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। অর্থাং , ত্যাগ অনুশীলন/ভোগদখল কর, অপরের ধনে লোভ করো না। সকলকে সমানভাবে সম্পদের ভোগ দখলের কথা বলা হয়েছে। ভোগ দখ লের ক্ষেত্রে যেন সমতা বজায় থাকে যেন কারো প্রাপ্য সম্পদ আত্মসাৎ না করে । সেটি যেন সঠিক উপায়ে গ্রহণ করা উচিত । এখানে লোভ বর্জিত হবে এবং অনুশিলন বা ভোগদখল হবে সং এবং নৈতিক পরায়ন।

এই অছিব্যবস্থা ছিল একটি নীতিগত ও আদর্শগত ব্যবস্থা যার মূল মন্ত্র ছিল; অহিংসা । এবং সত্যাগ্রহ । যাইহোক, মহাত্মা গান্ধীর অছিব্যবস্থার প্রধান উৎস হল ঈষোপনিষদ। সেখান থেকে তিনি ধারনাটি বুঝতে সাহায্য করেছিলেন এবং তিনি ধারণাটি সমগ্র জনসমাজকে তাদের মধ্যে প্রতিফলন করার চেষ্টাও করেছিলেন এমনকি তিনি এই আদর্শটির দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রানিত হয়েছিলেন এই ঈষোপনিষদ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে ; ঈশোবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগত। তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। অর্থাং , ত্যাগ অনুশীলন/ভোগদখল কর, অপরের ধনে লোভ করো না। সকলকে সমানভাবে সম্পদের ভোগ দখলের কথা বলা হয়েছে। ভোগ দখলের ক্ষেত্রে যেন সমতা বজায় থাকে যেন কারো প্রাপ্য সম্পদ আত্মসাৎ না করে । সেটি যেন সঠিক উপায়ে গ্রহণ করা উচিত । এখানে লোভ বর্জিত হবে এবং অনুশিলন বা ভোগদখল হবে সং এবং নৈতিক পরায়ন।

গান্ধীজীর অছিব্যবস্থায় সম্পদের সামাজিক মালিকানার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন সমাজে ধন-সম্পদ মালিকানাধীন না থেকে সেটা যেন অছির অধীনে থাকে তার সুপারিশ করেছিলেন। তবেই ভোগের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে । মহাত্মা গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন যে ধন-সম্পদ যদি মালিকাধীন থাকে বা কিছু কিছু মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে গচ্ছিত থাকে । তাহলে, সমাজের সকল মানুষ তাদের জীবনযাপন থেকে বিরত থাকবে এবং কল্যাণকর সমাজ না হয়ে সেটি একটি কলুষীতময় সমাজে পরিণত হবে। তার ফল হবে ভয়ঙ্কর হিংসা, মারামারি, বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে । তাই তিনি এরকম স্বার্থান্বেষী ব্যবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে ব্যক্তিগপ মালিকাধীন বর্জণ করার কথা বলেছেন। তবেই একটি সুষ্ঠ সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে । তিনি মনে করতেন অছিব্যবস্থাকে সমাজের সকল স্তরে কার্যকর করা সহজ সাধ্য নয়। তাই ১৯২০ সালে অছিব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য যাতে সমাজস্থ সকল মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় তাই এই পথ বা অনুসরণের কথা বলেছিলেন। এবং বিশেষভাবে তিনিও উদ্যোগী হয়েছিলেন আর এই কারণেই মহাত্মা গান্ধীর অছিবস্থার ধারণা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশেষভাবে তিনিও উদ্যোগী হয়েছিলেন আর এই কারণেই মহাত্মা গান্ধীর অছিবস্থার ধারণা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা উন্নয়নের কথা বলি, আধুনিকতার কথা বলি; কিন্তু সত্য, ন্যায়, মানবিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ ছাড়া কোনো উন্নয়নই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এই সত্যটিই বহু বছর আগে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ ও অছিব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, সমাজ তখ নই এগিয়ে যাবে, যখন মানুষ নিজের অধিকার যেমন বুঝবে, তেমনি নিজের কর্তব্যও পালন করবে। বর্তমান সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা সংকটের মধ্যে গান্ধীর এই দর্শন নতুন করে আমাদের ভাবতে শেখায়। সত্যকে আঁকড়ে ধরা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করা- এই মূল্যবোধগুলিই একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজের ভিত্তি হতে পারে। তাই গান্ধীর দর্শন অতীতের কোনো স্মৃতি নয়; বরং বর্তমানের প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। তাঁর আদর্শ যত বেশি সমাজে চর্চিত হবে, ততই একটি ন্যায়ভিত্তিক, সহনশীল ও কল্যাণমুখী ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 22-08-2026 21:11 Page 5

সোনার গয়না পরিষ্কারের অজুহাতে জোড়া ছিনতাই ইসলামপুরে, আতঙ্কে শহরবাসী

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ দিনদুপুরে সোনা পরিষ্কার করার প্রলোভন দেখিয়ে পরপর দুটি বাড়িতে দুর্ধষ ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল ইসলামপুর শহরে। শনিবার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে শহরের কেএমসি মোড় এবং লেকটাউন এলাকায় একই কায়দায় এই দুটি অপরাধ সংঘটিত হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রথমে কেএমসি মোড় এলাকায় এক বৃদ্ধাকে বাড়িতে একা পেয়ে বাইকে চেপে দুই যুবক উপস্থিত হয়। গয়না পরিষ্কার করে দেওয়ার কথা বলে তারা ভেতরে ঢোকে এবং কৌশলে বৃদ্ধার সোনার চেনটি হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। এর কিছুক্ষণ পরেই লেকটাউন এলাকায়

ঘটে একই ঘটনা। সেখানেও একইভাবে এক একা বৃদ্ধাকে লক্ষ্য বানিয়ে তার থেকে সোনার চেন নিয়ে চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতীরা।পরপর দুটি ঘটনায় শহরজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে ব্যস্ত শহরে দিনদুপুরে এমন ঘটনায় প্রশাসনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

ইসলামপুরে হোটেল-লজে ফায়ার সার্ভিসের কড়া নজরদারি, মিলল ঘাটতিও

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনার পর হোটেল ও লজগুলির ফায়ার সেফটি খতিয়ে দেখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল প্রশাসন। শনিবার ইসলামপুর শহরের অগ্নিনির্বাপক দলের পক্ষ থেকে শহরের চারটি বিশিষ্ট হোটেল পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় হোটেলগুলিতে ফায়ার এক্সটিংগুইশার, জরুরি নির্গমনের পথ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত রয়েছে কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা।

ইসলামপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ইনচার্জ শম্ভুনাথ গোপ জানান, রাজ্য সরকারের নির্দেশনা মেনেই শহরের প্রতিটি হোটেল ও লজে

ধারাবাহিকভাবে এই নজরদারি অভিযান চালানো হবে। এদিনের অভিযানে পরিদর্শিত চারটি হোটেলের মধ্যে একটিতে অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি ধরা পড়ে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ওই নির্দিষ্ট হোটেল কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ত্রুটি শুধরে নেওয়ার জন্য চিঠি পাঠানো হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকাঠামোগত নির্দেশ না মানলে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও এই পরিদর্শনের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্রে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানে আমন মরশুমে সারের চড়া দাম ও কালোবাজারি, ক্ষুব্ধ চাষিরা

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ আমন চাষের মরশুম শুরু হতেই পূর্ব বর্ধমান জেলায় সারের কৃত্রিম অভাব ও কালোবাজারির জেরে চরম বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় চাষিরা। অভিযোগ, জেলাজুড়ে সারের দাম স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই বেশি নেওয়া হচ্ছে। বস্তার গায়ে থাকা নির্ধারিত মূল্যের থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বাড়তি দামে সার বিক্রি হচ্ছে। ডিএপি সারের আসল দাম ১৩৫০ টাকা হলেও তা ১৮৫০ টাকায় কিনতে হচ্ছে, আবার পটাশ ও

ইউরিয়া বিক্রি হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ দামে।এর ওপর প্রয়োজনীয় সারের সাথে বেআইনিভাবে সালফার, ন্যানো ইউরিয়া ও জিঙ্ক ট্যাগ করে অতিরিক্ত সামগ্রী কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে, যার ফলে কৃষকদের উৎপাদন খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলামও এই পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করে সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।তবে সার ব্যবসায়ীদের দাবি, তারা নিজেরাই ডিলারদের কাছ থেকে চড়া দামে সার কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য কৃষি মন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল জানান, সারের সাথে অন্য পণ্য ট্যাগ করা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চাষিদের এই বিষয়ে ব্লকের কৃষি দপ্তরে সরাসরি অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মালদায় বিরল অস্ত্রপ্রচার ! মূত্রনালী থেকে বেরোল বিদ্যুতের তার

নয়া জামানা, মালদা ঃ পাথরের চিকিৎসা করাতে গিয়ে মূত্রনালীর ভিতর থেকে বেরোল বৈদ্যুতিক তার। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা লব কুমার মাহাতো মূত্রথলিতে পাথরের চিকিৎসার জন্য মালদার স্টার নার্সিংহোমে ভর্তি হন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এক্স-রে রিপোর্ট হাতে আসতেই চমকে ওঠেন চিকিৎসকেরা। পাথরের পাশাপাশি মূত্রনালীর ভিতরে অস্বাভাবিক একটি বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। পরে অস্ত্রোপচার করে সেটি বৈদ্যুতিক তার বলে নিশ্চিত হন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসক আরিফ ইসলামের নেতৃত্বে একটি বিশেষ চিকিৎসক দল অস্ত্রোপচারে নামে।

জটিল অস্ত্রোপচারের পর মূত্রনালীর ভিতর থেকে সফলভাবে বের করে আনা হয় তারটি। বর্তমানে নার্সিংহোমেই চিকিৎসাধীন লব কুমার। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। তবে কীভাবে ওই তার তাঁর মূত্রনালীর ভিতরে পৌঁছল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। পরিবারের দাবি, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিলেন লবকুমার। এরপর তাঁকে স্থানীয় এক গুণিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঝাড়ফুঁকের পর সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি।

সেই সময় কোনওভাবে তাঁর শরীরে তার ঢুকে গিয়েছিল কি না তা নিয়ে পরিবারের মধ্যেও প্রশ্ন রয়েছে। তবে বিষয়টি নিশ্চিত নয়। স্টার নার্সিংহোমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ম. রমজান আলী জানান, চিকিৎসক আরিফ ইসলামের নেতৃত্বে মেডিকেল দল গঠন করে অস্ত্রোপচার করা হয়।অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে এবং রোগী বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন।

চলন্ত ভুটান বাসে অগ্নিকাণ্ড, চালকের তৎপরতায় এড়ালো বড় দুর্ঘটনা

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ হাসিমারা সংলগ্ন ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে শনিবার সকালে একটি চলন্ত ভুটান বাসে হঠাৎ ভয়াবহ আগুন লেগে যায়। বাসটি ভুটানের ফুন্টশোলিং থেকে জয়গাঁও হয়ে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির একটি মেরামতি গ্যারাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হাসিমারা এলাকায় পৌঁছাতেই বাসটি থেকে দ্রুত ধোঁয়া বের হতে শুরু করে এবং চোখের পলকে পুরো বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনার সময় বাসে কোনো

যাত্রী ছিলেন না। বাস থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখামাত্রই চালক বুদ্ধিমত্তা ও তৎপরতার সঙ্গে গাড়িটি থামিয়ে দ্রুত নিচে নেমে যান, ফলে অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বাঁচেন এবং এক বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়।সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ এবং হ্যামিলটনগঞ্জ দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও বাসটির সিংহভাগ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর অনুমান, ইঞ্জিনের শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার সঠিক কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 22-08-2026 21:11 Page 6

পরিবেশ ও সমাজ সুরক্ষার বার্তা, আলিপুরদুয়ারে রাখী গড়ে নজর কাড়ল খুদে পড়ুয়ারা

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বিদ্যালয়ের আনন্দ পরিসর কেবল খেলাধুলো বা বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পরিবেশ ও সমাজ সচেতনতার নজির গড়ল আলিপুরদুয়ারের তপসীখাতা ২ নং বিএফপি স্কুল। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকা মেনে আয়োজিত প্রতি শনিবারের এই কর্মসূচিতে এক অভিনব উদ্যোগ দেখতে পাওয়া গেল। আসন্ন রাখী বন্ধন উৎসবকে সামনে রেখে পরিবেশ সংরক্ষণ ও কন্যা সুরক্ষার বিশেষ বার্তা দিয়ে রঙিন রাখী তৈরি করল বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীরা।নাচ, গান, ক্যুইজ ও স্থানীয় খেলার পাশাপাশি এই বিশেষ দিনে পড়ুয়াদের পরিবেশবান্ধব রাখী বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রঙিন আর্ট পেপার, পুঁতি ও সুতোর নিখুঁত গাঁথুনিতে তৈরি এই রাখীগুলিতে ছোট ছোট ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা; 'গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও', জল সংরক্ষণে 'ক্যাচ দ্য রেইন', প্লাস্টিক বর্জন এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় সাপ বাঁচানোর আকুল আবেদন। এর পাশাপাশি কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধ ও নারী শিক্ষার প্রসারে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর মতো সামাজিক বিষয়ও ঠাঁই পেয়েছে রাখীর নকশায়।গায়েত্রী রায়, মনীষা রায় ও তনুশ্রী দাসের মতো খুদে পড়ুয়ারা জানায়, রাখী পূর্ণিমার দিন তারা সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে এসব রাখী পরাবে এবং তাঁদের পরিবেশ রক্ষা ও মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার শপথ নিতে অনুরোধ জানাবে। কর্মসূচির পাশাপাশি বর্ষাকালে ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার বার্তা দেন শিক্ষকরা। আনন্দ ও শিক্ষার এই অপূর্ব মেলবন্ধন স্থানীয় মানুষ ও অভিভাবকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

৮০০ পিস ইয়াবা সহ পতিরামে পুলিশের জালে পাচারকারী

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, পতিরাম ঃ ৮০০ পিস ইয়াবা সহ পুলিশের জালে পাচারকারী। দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে উদ্ধার হল ৮০০ টি নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে পতিরাম বাইপাস এলাকার পতিরাম-ত্রিমোহনী রোডের টোল গেটের কাছে অভিযান চালায় পুলিশ। সেই সময় হিলিগামী একটি সন্দেহভাজন মোটরবাইক থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় এই বিশাল পরিমাণ মাদকের চালান। ঘটনায় হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাইকচালক রাজু মালিকে (২৩)। ধৃতের বাড়ি হিলি থানার তিওড় বাজার সংলগ্ন জগদীশপুর এলাকায়। পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই বাইকে করে হিলির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অভিযানের সময় পাচারে ব্যবহৃত মোটরবাইকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।পতিরাম থানার ওসি প্রীতম সিং জানান, ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শনিবার বালুরঘাট আদালতে পাঠানো হয়েছে। এলাকায় চোরাচালান, বেআইনি মদ ও অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে পতিরাম থানা পুলিশ লাগাতার সক্রিয় নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

ফালাকাটার দুই কলেজের পরিচালন সমিতির শীর্ষে শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক গতিশীলতা আনতে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার।

আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান; ফালাকাটা কলেজ এবং জটেশ্বর লীলাবতী কলেজের পরিচালনা সমিতির নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মনকে। শনিবার রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রকাশিত এক আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।রাজ্যজুড়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠনের অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্য জুড়ে মোট ২৪৭টি কলেজের পরিচালনা সমিতির নতুন সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ কলেজেই শাসক দলের

স্থানীয় বিধায়ক ও সংসদ সদস্যদের ওপর ভরসা রাখা হয়েছে এবং তাঁদের হাতেই পরিচালনার শীর্ষ দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে।স্থানীয় বিধায়ক এবং পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হিসেবে দীপক বর্মনের

এই দুই কলেজের নেতৃত্বে আসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন শিক্ষানুরাগী মহল।

চোপড়ায় বিজেপির পথসভা ও জনকল্যাণমূলক কাজের খতিয়ান পেশ

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ চোপড়া বিধানসভার ভদ্রকালী এলাকায় কেন্দ্র ও বিজেপি সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে একটি পথসভার আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টি। শনিবার বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডলের সার্বিক পরিচালনায় এই কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত দলীয় নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের সামনে সরকারের ১০০ দিনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, জনমুখী পরিষেবা এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের খতিয়ান তুলে ধরেন।পথসভায় বক্তারা আগামী দিনে এলাকার সার্বিক বিকাশ ও জনকল্যাণে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার বার্তা দেন। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি রাজীব রাউত, মণ্ডলের জিএস অজিত সিংহ, জেলা সদস্য সুবোধ দাস, জগন্নাথ এবং স্থানীয় নেতা দীপক সিংহ সহ এলাকার দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরা। সরকারের এই সাফল্য উদযাপনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়।

মেলেনি অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ভাতা, মালদায় মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী অনিতা

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, গাজোল ঃ সরকারি প্রকল্পের টাকা অ্যাকাউন্টে না পৌঁছানোয় তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার গাজোল ব্লকের করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাচাহার এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই গৃহবধূর নাম অনিতা খাতুন (৩০)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে খবর, বিগত দিনে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের নিয়মিত ভাতা পেতেন অনিতা। তবে রাজ্য সরকারের 'অন্নপূর্ণা যোজনা' চালু হওয়ার পর প্রথম এক-দুই মাস তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছিল। কিন্তু তার পর থেকেই রহস্যজনকভাবে অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা আসা বন্ধ হয়ে যায়। গত ২০ আগস্ট নির্ধারিত দিনেও অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা না ঢোকায় চরম হতাশা ও মানসিক উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। সংসারের টানাটানির মাঝে ভাতা বন্ধের এই ধাক্কা মেনে নিতে না পেরে শেষমেশ নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে চরম সিদ্ধান্ত নেন ওই গৃহবধূ।ঘটনার খবর পেয়ে গাজোল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। মৃতের পরিবারের সদস্যদের স্পষ্ট দাবি, অন্নপূর্ণা যোজনার বকেয়া টাকা না পাওয়ার কারণেই এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে।

যদিও এই বিষয়ে পুলিশে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, তবে খুব শীঘ্রই পুরো বিষয়টি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 22-08-2026 21:11 Page 7

দিল্লিতে বাড়ছে সোয়াইন ফ্লু

একদিনে ১১৪ পজিটিভ

জরুরি বৈঠকে নাড্ডা

নয়া জামানা , নয়া দিল্লি ঃ দিল্লিতে সোয়াইন ফ্লু সংক্রমণের প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০ অগস্ট রাজধানীতে নতুন করে ১৫৯ জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ১১৪ জনই ছ১ঞ্জ১ পজিটিভ;অর্থাৎ প্রায় ৭২ শতাংশ।এর ফলে ২০২৬ সালে দিল্লিতে মোট ছ১ঞ্জ১ আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৭৭৭-এ।এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার জরুরি পর্যালোচনা বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. পঙ্কজ কুমার সিং এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও দিল্লি সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা।আলোচনায় উঠে আসে ইনফ্লুয়েঞ্জা-লাইক ইলনেস ও সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশনের প্রবণতা, পরীক্ষা-নজরদারি ব্যবস্থা এবং হাসপাতালগুলির প্রস্তুতি। নাড্ডা কড়া নজরদারি, শক্তিশালী সার্ভেল্যান্স ব্যবস্থা ও আগাম প্রস্তুতির

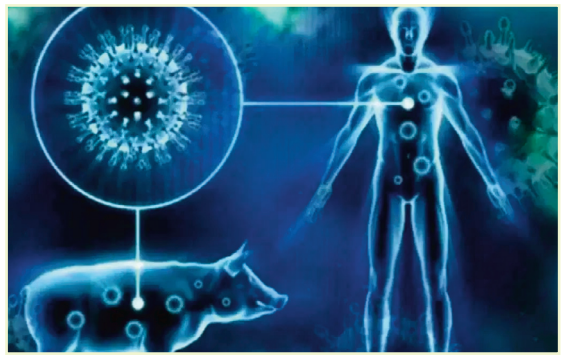

উপর জোর দেন।চলতি বছরে দিল্লিতে মোট ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্তের সংখ্যা ২ হাজার ৬০২, যার মধ্যে ২, ৩৯২ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ এবং ২১০ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি আক্রান্ত। ২০ অগস্ট নতুন করে চারজন ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি-তে আক্রান্ত হয়েছেন।বৈঠকে হাসপাতালের বেড সংখ্যা, ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিষেবা ও ওষুধের মজুত নিয়েও পর্যালোচনা হয়। সাধারণ মানুষকে ভিড়ের জায়গায় মাস্ক পরা, নিয়মিত হাত ধোয়া এবং চোখ-নাক-মুখে অযথা হাত না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জ্বর, সর্দি বা কাশির উপসর্গ দেখা দিলে অন্যদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে এবং উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ না খাওয়ারও অনুরোধ জানানো হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখছে বলে জানা গিয়েছে।

যন্তর মন্তরে ‘সংরক্ষণ হটাও’

আন্দোলন, জাতির বদলে

আর্থিক মাপকাঠির দাবি

নয়া জামানা ঃ জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়ে রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে তীব্র প্রতিবাদ দেখাল শত শত মানুষ। ‘সংরক্ষণ হটাও আন্দোলন’-এর ডাকে আয়োজিত এই সমাবেশে পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করে দিল্লি পুলিশ।সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষ করে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমেই এই আন্দোলনের ঢেউ মূলত ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ৫৬ লক্ষ ফলোয়ারযুক্ত ‘রিজার্ভেশন হটাও আন্দোলন’ পেজ থেকেই এই জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি ছিল, সরকারি সুযোগ-সুবিধার মাপকাঠি হওয়া উচিত ব্যক্তির ‘আর্থিক অনগ্রসরতা’, ‘জাতি’ বা ‘বর্ণ’ নয়।সমাবেশ থেকে প্রধানত পাঁচটি দাবি উত্থাপিত হয়। প্রথমত, শিক্ষা, কোচিং বা স্কলারশিপের ক্ষেত্রে জাতপাত নয়, পরিবারের আর্থিক অবস্থাকেই মাপকাঠি করার দাবি জানানো হয়। দ্বিতীয়ত, বর্তমান সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা প্রকৃত

প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে ‘কোটার ভেতরে কোটা’ ব্যবস্থা এবং ‘ক্রিমি লেয়ার’ নীতি কার্যকরের দাবি জানান ইউটিউবার অজিত ভারতী। তিনি সংরক্ষণের প্রকৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব যাচাইয়ে সরকারের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও তোলেন, এবং উদাহরণ হিসেবে বিহারের ‘মুসাহার’ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।তৃতীয় দাবিতে বলা হয়, স্বাধীনতার সময়কার উদ্দেশ্য আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কতটা প্রাসঙ্গিক, তা নিয়ে দেশজুড়ে খোলামেলা আলোচনার প্রয়োজন। চতুর্থত, আইআইটি-আইআইএমের মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ন্যূনতম মেধা-মানদণ্ড বজায় রাখার দাবি ওঠে।

অজিত ভারতী বলেন, কোটার কারণে মেধাবীরা বঞ্চিত হলে দেশের সার্বিক কর্মদক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পঞ্চম দাবিতে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য ফি ও হোস্টেল খরচে প্রকৃত ছাড়ের ব্যবস্থা করে এই ক্যাটাগরিকে আরও কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়।

মায়ানমারে বৌদ্ধ মঠে জুন্টার

বিমান হামলা, নিহত ১৪

নয়া জামানা ঃ গৃহযুদ্ধে জর্জরিত মায়ানমারে এবার এক বৌদ্ধ মঠে বিমান হামলা চালাল জুন্টা বাহিনী। এই হামলায় অন্তত ১৪ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সময় সকাল ৯টা নাগাদ ওই মঠে গোলাবর্ষণ করে মায়ানমারের সেনা। হামলার পর স্থানীয় বাসিন্দারা নিহতদের কবরস্থ করে নিকটবর্তী একটি গ্রামে পালিয়ে আশ্রয় নেন।সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুক্রবার মায়ানমারের মধ্যাঞ্চলে সাগাইং অঞ্চলের ওই বৌদ্ধ মঠে এই হামলা চালানো হয়। পশ্চিমে মিয়াউং টাউনশিপের ‘সোয়েল লে ওহ’ গ্রামের ওই মঠে তখন এক সপ্তাহব্যাপী ধ্যানের কার্যক্রম চলছিল, যাতে অংশ নিয়েছিলেন শতাধিক মানুষ। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন তিনজন নারী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির দাবি অনুযায়ী, বিমানটি প্রায় ১৫ মিনিটের ব্যবধানে দু’টি বোমা ফেলে, যার দ্বিতীয়টির আঘাতে মঠের কাছের একটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।উল্লেখ্য, ২০২১ সাল থেকে সেনার দখলে রয়েছে মায়ানমার। সম্প্রতি সাধারণ নির্বাচনে প্রাক্তন সেনাকর্তা মিন আউং হ্লাইংয়ের দল জয়লাভ করলেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি, বরং রাষ্ট্রপুঞ্জের সাম্প্রতিক রিপোর্টে সেনার নৃশংসতার ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ছ’মাসে দেশের সেনাবাহিনী অন্তত ৭০২ জন অসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে, যাদের মধ্যে ২২৪ জন মহিলা এবং ১৫৩ জন শিশু। এই নৃশংসতার সূত্রপাত গত বছরের অগস্টে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকে, যা চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভোটের ফলপ্রকাশ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ও দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রশাসনিক বিভাগ সাগাইং, সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকেই জুন্টার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে ব্যাপক বিমান হামলা ও আত্মঘাতী ড্রোন ব্যবহার করে চলেছে মায়ানমারের সেনাবাহিনী।

শরিকের ক্ষোভ, ইমরানের

স্বাস্থ্য, চাপে শাহবাজ সরকার

নয়া জামানা ঃ পাকিস্তানে ফের রাজনৈতিক অস্থিরতার ইঙ্গিত। শরিক পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সঙ্গে শাহবাজ শরিফ সরকারের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের ধারণা, বিরোধী দলগুলি যে কোনও মুহূর্তে যৌথ মঞ্চ তৈরি করে ফেলতে পারে, যার জেরে চাপ বাড়ছে শরিফ সরকারের উপর।সম্প্রতি পিপিপি চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি জানিয়েছেন, দলের অভিযোগগুলির সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত সেনেট বা জাতীয় পরিষদে সরকারের কোনও আইন পাসে তাঁর দল সমর্থন দেবে না। ফলে ক্ষমতাসীন জোটের ভেতরেই রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে। এর মধ্যেই সাম্প্রতিক কাশ্মীর নির্বাচন ঘিরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। নির্বাচনে অনিয়ম ও যোগসাজশের অভিযোগ তুলে

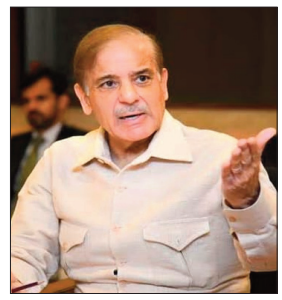

পিপিপি জানিয়েছে, তারা আইনি পথে এই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানাবে।এদিকে শাহবাজ সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়েছেন ইমরান খানও। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে কারাবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর আইনজীবীর দাবি অনুযায়ী, কারাগারে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে এবং ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইমরানকে ইসলামাবাদের শিফা ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। সেই মতো তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকদের পরামর্শে ফের কারাগারে ফেরানো হয় বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় শাহবাজের উপর চাপ আরও বেড়েছে।হাসপাতালে স্থানান্তরের আগে বুধবার জেলে গিয়ে ইমরানের সঙ্গে দেখা করেন তাঁর বোন এবং স্ত্রী বুশরা বিবি। জানা গিয়েছে, বোন প্রায় পনেরো মিনিট সাক্ষাৎ করেছেন তাঁর সঙ্গে, তবে জেলের কনফারেন্স রুমে তাঁদের কথোপকথন প্রকাশ্যে আসেনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে, ইমরান-ইস্যুতে কোনওরকম রাজনীতি করা যাবে না, তাই সতর্কতাবশত পরিবার নীরব রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদী হামলার মামলায় জম্মু

কাশ্মীরের দু’টি জায়গায় হানা এনআইএ’র

নয়া জামানা, শ্রীনগর ঃ সন্ত্রাসবাদী হামলার মামলায় জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার দু’টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। সরকারি সূত্রে খবর, শনিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের বিজবেহারা ও ডুরু এলাকায় এই তল্লাশি হয়েছে। এনআইএ-র সঙ্গে এই অভিযানে যোগ দিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ। তদন্তের অংশ হিসেবে দু’টি বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।একটি সন্ত্রাসবাদী হামলার তদন্ত করছে এনআইএ, তারই অংশ হিসেবে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তবে ঠিক কোন জঙ্গি হামলার মামলায় এই তদন্ত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, দু’টি জায়গায় তল্লাশির পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়ায়ও পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এই অভিযানে কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, অথবা কোনও বিতর্কিত সামগ্রী বা নথি বাজেয়াপ্ত হয়েছে কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়।এর আগে জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। ‘জল সঞ্চয় জন ভাগীদারি’ উদ্যোগের আওতায় রাজৌরি জেলার সুন্দরবনি এলাকার ধরপুরে অমৃতেশ্বর সরোবরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 22-08-2026 21:11 Page 8

টিভি নয়, ইউটিউবেই আইএসএল !

অক্টোবরে লিগ শুরুর পরিকল্পনা

নয়া জামানা,কলকাতা ব্রাজিল ম্যাচের কারণে সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও পিছিয়ে অক্টোবরে যাচ্ছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল)। ক্লাবগুলির অভ্যন্তরীণ আলোচনায় ১০ অক্টোবর থেকে ১৩ দলকে নিয়ে নতুন মরশুম শুরু করার পরিকল্পনা হয়েছে। তবে সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন সমীকরণ। ২০-২৫ কোটি টাকার চুক্তি না পেলে কোনও টেলিভিশন চ্যানেলকে সম্প্রচার স্বত্ব না দিয়ে আইএসএলের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল চালু করে সেখানেই সব ম্যাচ দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাবগুলি।চলতি মরশুমের সম্প্রচার স্বত্বের জন্য 'বিড'-এ ফ্যানকোড ছাড়া তেমন কোনও সংস্থা আগ্রহ দেখায়নি। ফ্যানকোড আগ্রহী হলেও সম্প্রচারের জন্য কোনও অর্থ দিতে চাইছে না, শুধুমাত্র প্রোডাকশনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। পাশাপাশি কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন ক্লাবকর্তারা। ১০-১৫ কোটি টাকার প্রস্তাব মিললেও সেই অর্থে চুক্তি করতে রাজি নয় ক্লাবগুলি। অন্তত ২০-২৫ কোটি টাকা পেলেই টেলিভিশন সম্প্রচারের বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হবে।ক্লাবগুলির ইউটিউবমুখী হওয়ার অন্যতম কারণ, আইএসএলের প্রকৃত দর্শকসংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করা। টেলিভিশন সংস্থার সঙ্গে আলোচনায় দর্শকসংখ্যার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান দেখাতে না পারায় সমস্যা হচ্ছে। তাই এই মরশুমে ডিজিটাল মাধ্যমে কত দর্শক ম্যাচ দেখেন, তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছে ক্লাবগুলি। সেই তথ্য ভবিষ্যতে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রির ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।তবে ম্যাচগুলি ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেলে নয়, আইএসএলের নিজস্ব চ্যানেলেই দেখানো হবে। ম্যাচের পাশাপাশি সেখানে নিয়মিত ক্লাব আপডেট, অনুশীলনের ভিডিও এবং কোচ-ফুটবলারদের বক্তব্য প্রকাশ করা হবে। এর ফলে প্রচারের পাশাপাশি বিজ্ঞাপন ও ইউটিউব থেকে আয়ও হতে পারে। সেই আয় ক্লাবগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

ডুরান্ড ডার্বির ধাক্কা

পিছল কলকাতা লিগের ডার্বি

নয়া জামানা ,কলকাতা ঃ পিছিয়ে গেল কলকাতা লিগের বহু প্রতীক্ষিত ডার্বি। ২৯ আগস্ট ঘরোয়া লিগে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মুখোমুখি হওয়ার কথা থাকলেও ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ২৩ আগস্ট ফের ডার্বি হওয়ায় ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএফএ। নতুন দিন এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ম্যাচের নতুন সূচি নিয়ে আইএফএ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে জানা গিয়েছে। দুই দলের ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখেই পরিবর্তিত দিন নির্ধারণ করা হবে। দুই দলের সমর্থকদেরও নতুন সূচির জন্য অপেক্ষা করতে হবে কয়েকদিন। তবে আইএফএর ভাবনায়, প্রায় সাত দিন পর বারাসাত স্টেডিয়ামে ম্যাচটি আয়োজন করা হতে পারে।আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, ২৩ আগস্ট ডুরান্ড ফাইনালে ডার্বি দেখতে পারবেন বাংলার ক্রীড়াপ্রেমীরা। তার মাত্র ছয় দিনের মধ্যে ফের ডার্বি আয়োজন করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই ঘরোয়া লিগের ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে শনিবার কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের নির্ধারিত ম্যাচটিও সূচি বদলে সোমবার করা হয়েছে।এদিকে চোটের কারণে রবিবারের ডুরান্ড ডার্বিতে

ইস্টবেঙ্গল পাবে না পিভি বিষ্ণুকে। তাঁর মাঠের বাইরে থাকার সময় দু'সপ্তাহের বেশি হতে পারে। আগের ম্যাচেও চোটের কারণে তিনি খেলতে পারেননি। তবে স্বস্তির খবর, হালকা চোট কাটিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন জেসিন। শুক্রবার অনুশীলনেও দেখা গিয়েছে তাঁকে এবং ডার্বিতে তাঁর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।ডুরান্ড ডার্বির আগে নতুন বিদেশি ফুটবলার ইফিংয়কে দলে আনতে চেষ্টা চালাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। তবে শুক্রবার রাত পর্যন্ত তাঁর ভিসা হয়নি বলে খবর।

২৫তম মরশুমে রোনাল্ডোর গোলের বিশ্বরেকর্ড, শাস্তি মেসির

নয়া জামানা ঃ নতুন মরশুমে পুরনো ছন্দেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পেশাদার ফুটবলের ২৫তম মরশুমে গোল দিয়ে অভিযান শুরু করে বিশ্ব ফুটবলে অনন্য নজির গড়লেন পর্তুগিজ মহাতারকা। বিয়ের ১২ দিনের মাথায় আল নাসরকে বড় জয় এনে দিলেন তিনি। অন্যদিকে গোল করেও ইন্টার মায়ামিকে জেতাতে পারলেন না লিওনেল মেসি। ম্যাচের উত্তেজনার মাঝে প্রতিপক্ষ ফুটবলারের ঘাড়ে হাত দেওয়ার ঘটনায় শাস্তিও পেলেন আর্জেন্টিনার তারকা।সৌদি প্রো লিগে গত মরশুমের চ্যাম্পিয়ন আল নাসর এবারও দারুণ শুরু করেছে। প্রথম দুই ম্যাচে দুই জয় পেয়েছে তারা। ছুটি নিয়ে পর্তুগালে জর্জিনা রড্রিগেজকে বিয়ে করার কারণে প্রথম দুই ম্যাচে খেলেননি রোনাল্ডো। আল রিয়াদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে প্রথম একাদশে না থাকলেও পরে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন। তখন আল নাসর ৩-০ গোলে এগিয়ে। ৮৩ মিনিটে বাঁ দিক থেকে আসা বল নিয়ন্ত্রণ করে দ্রুত শরীর ঘুরিয়ে দুর্দান্ত শটে দলের চতুর্থ গোল করেন রোনাল্ডো।এই গোলের ফলে পেশাদার ফুটবলে তাঁর মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৯৭৭। ১০০০ গোলের মাইলফলক থেকে আর মাত্র ২৩ গোল দূরে তিনি। একই সঙ্গে জলাতান ইব্রাহিমোভিচকে টপকে টানা ২৫টি মরশুমে গোল করার নজির গড়েছেন ৪১ বছরের রোনাল্ডো।অন্যদিকে ইন্টার মায়ামির সঙ্গে ২-২ গোলে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের ম্যাচ ড্র হয়েছে। মেসি গোল

পেলেও জয় আসেনি। ম্যাচে কুইন সুলিভানের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার সময় তাঁর ঘাড়ের পেছনে হাত দেওয়ার ঘটনায় মেজর লিগ সকার মেসিকে জরিমানা করেছে। অনেকের মতে, ঘটনাটি চড় মারার মতো হলেও এমএলএস জানিয়েছে, প্রতিপক্ষের মুখ, মাথা বা ঘাড়ে হাত দেওয়াই নিয়মভঙ্গ। জরিমানার পরিমাণ অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি।

একদিনে ১৮ উইকেটের পতন

বাংলাদেশের ত্রাতা হয়ে অজি ইনিংসে ধস নামালেন শরিফুল

নয়া জামানা ঃ প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চমক দিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনেই পাল্টা জবাব দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দিনের খেলায় মোট ১৮টি উইকেট পড়েছে। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৬৪ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ।মিচেল স্টার্কের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং। একসময় ১২ রানে পাঁচ উইকেট হারায় তারা। পরে লোয়ার অর্ডারের ব্যাটারদের লড়াইয়ে সামান্য সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছয় দল। বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ২৫ রান করেন শরিফুল ইসলাম। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে স্টার্ক ১২ রান দিয়ে ছয় উইকেট নেন। প্যাট কামিন্স পান তিনটি উইকেট।জবাবে ব্যাট করতে নেমেও স্বস্তিতে ছিল না অস্ট্রেলিয়া। ৪১ রানে তিন উইকেট হারানোর পর স্টিভ স্মিথ ও ক্যামেরন গ্রিন ইনিংস সামলান। স্মিথ ৭৪ বলে ৪২ রান করে আউট হন। গ্রিন দিনের শেষে ৫১ রানে অপরাজিত। এরপর ফের দ্রুত উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। ১১৮/৪ থেকে তারা ১৪৮/৮ হয়ে যায়। ট্র্যাভিস হেড করেন ২২ রান। ম্যাট রেনশ, মার্নাস লাবুশেন, অ্যালেক্স ক্যারি, বিউ ওয়েবস্টার, কামিন্স ও স্টার্ক বড় রান করতে পারেননি। নাথান লিয়ঁ ১০ রানে অপরাজিত।দিন শেষে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ১৬৫/৮, লিড ১০১ রান। বাংলাদেশের হয়ে শরিফুল ৩৫ রানে ছয় উইকেট নেন। মেহেদি হাসান মিরাজ ও তাসকিন আহমেদ একটি করে উইকেট পেয়েছেন। দ্বিতীয় দিন তাই ম্যাচে উত্তেজনা আরও বাড়ার অপেক্ষা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।